

# বৃষ্টি

ফররখ আহমদ

□ কবি পরিচিতি :

নাম	ফররখ আহমদ
জন্ম পরিচয়	জন্ম তারিখ : ১৯১৮ সালের ১০ই জুন। জন্মস্থান : মাগুরা জেলার মাঝাই গ্রামে।
শির্ষাজীবন	উচ্চমাধ্যমিক-কলকাতা রিপন কলেজ, উচ্চতর শির্ষা- দর্শনে অনার্স, স্কটিশ চার্চ কলেজ।
কর্মজীবন	ঢাকা বেতারের স্টাফ রাইটার পদে নিয়োজিত ছিলেন (১৯৪৭-১৯৭২)। মাসিক মোহাম্মদী পত্রিকায় সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করেছেন।
উল্লেখযোগ্য রচনা	কাব্যগ্রন্থ : সাত সাগরের মাঝি, সিরাজাম্-মুনীরা, নৌফেল ও হাতেম, মুহূর্তের কবিতা, হাতেমতায়ী। শিশুতোষ গ্রন্থ : পাখির বাসা, নতুন লেখা, হরফের ছড়া, ছড়ার আসর।
বিশেষ অবদান	ছাত্রজীবনে বাম রাজনীতি করলেও পরবর্তীকালে ধর্মীয় আদর্শ ও ঐতিহ্যের অনুপ্রেরণায় সাহিত্য রচনায় ব্রতী হন।
পুরস্কার ও সম্মাননা	বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার, আদমজী পুরস্কার, একুশে পদকসহ অনেক পুরস্কারে ভূষিত হন।
মৃত্যু	১৯৭৪ সালে ১৯শে অক্টোবর।

## বহুনির্বাচনি প্রশ্নের উত্তর

- কবি বিদ্যুৎকে কার সঙ্গে তুলনা করেছেন? খ  
ক. কন্যার খ. পরি  
গ. আলোর ঘ. বৃষ্টির
- বুগুণ বৃন্দ ভিখারির রং-ওঠা হাতের মতন  
বুক্ষ মাঠ আসমান' - এ চিত্রকল্পে কী ফুটে উঠেছে? ঘ  
ক. বুভুক্ষ মাঠের চিত্র খ. বর্ষায় বাংলার প্রকৃতি  
গ. বৃষ্টিহীন মাঠের রূপ ঘ. প্রকৃতির বৈচিত্র্য
- 'আজিকার রোদ ঘুমায়ে পড়িছে ঘোলাটে মেঘের আড়ে' - এ বক্তব্যের  
বিপরীত ভাব রয়েছে যে বাক্যে-

- বর্ষগমুখর দিনে অরণ্যের কেয়া শিহরায়
  - রৌদ্র-দগ্ধ ধানক্ষেত আজ তার স্পর্শ পেতে চায়
  - দু-পাশে আবাদি গ্রামে, বৃষ্টি এলো পুবে হাওয়ায়।
- নিচের কোনটি সঠিক? খ

- ক. i খ. ii  
গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

## ৪. এরূপ বৈপরীত্যের কারণ কী? খ

- ক. বর্ষগহীনতা খ. বর্ষগের আকাঙ্ক্ষা  
গ. মেঘের তীব্রতা ঘ. জলের প্রত্যাশা

## সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর

১

কেউবা রঙিন কাঁথায় মেলিয়া বুকের স্বপনখানি,  
তারে ভাষা দেয় দীঘল সূতার মায়াবী আখর টানি।  
আজিকে বাহিরে শুধু ক্রন্দন ছলছল জলধারে  
বেগু-বনে বায়ু নাড়ে এলোকেশ, মন যেন চায় করে।

- ক. 'বৃষ্টি' কবিতায় কোন কোন নদীর কথা উল্লেখ রয়েছে? ১  
খ. রৌদ্র-দগ্ধ ধানক্ষেত আজ বৃষ্টির স্পর্শ পেতে চায় কেন? ২  
গ. 'বেগু-বনে বায়ু নাড়ে এলোকেশ, মন যেন চায় করে।' -  
উদ্দীপকের এ বক্তব্যের সাথে 'বৃষ্টি' কবিতার সাদৃশ্যের দিকটি  
তুলে ধরো। ৩  
ঘ. উদ্দীপকটি 'বৃষ্টি' কবিতার একটা বিশেষ ভাব প্রকাশ করে মাত্র,  
সমগ্র ভাব নয় - তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১ এর ক নং প্র. উ.

- ♦ 'বৃষ্টি' কবিতায় পদ্মা ও মেঘনা নদীর কথা উল্লেখ রয়েছে।

১ এর খ নং প্র. উ.

- ♦ প্রচণ্ড খরা থেকে বাঁচতে আর ফসলের সম্ভারে ভরিয়ে দিতে রৌদ্রদগ্ধ  
ধানখেত আজ বৃষ্টির স্পর্শ পেতে চায়।
- ♦ ভীষণ রোদে মাঠ, ঘাট, ধানখেত যখন শুষ্ক ও রবব হয়ে যায় তখন বৃষ্টি  
আসে আশীর্বাদ হয়ে। মাঠ-ঘাট-ধানখেত শুধু নয়, বৃষ্টির পরশে মানুষের  
মনও রসসিক্ত হয়ে ওঠে। রবব প্রকৃতিতে বৃষ্টি আসে প্রাণের শিহরণ নিয়ে।  
তীব্র রোদে ধানখেত হয়ে ওঠে রবব ও কঠিন। বৃষ্টির ছোঁয়া পেলে এই  
রবব প্রকৃতিতে প্রাণের সঞ্চার হবে তাই রৌদ্রদগ্ধ ধানখেত আজ বৃষ্টির স্পর্শ  
পেতে চায়।

১ এর গ নং প্র. উ.

- ‘বেণু-বনে বায়ু নাড়ে এলোকেশ, মন যেন চায় কারে’ উদ্দীপকের এ বক্তব্যের সাথে ‘বৃষ্টি’ কবিতায় উল্লিখিত নিঃসঙ্গা নির্জন জীবনের বিরহী চেতনার দিকটি সাদৃশ্যপূর্ণ।
- গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দাবদাহের পর বর্ষার প্রবল বৃষ্টি প্রকৃতিতে প্রাণের স্পন্দন জাগিয়ে তোলে। বৃষ্টির হিমেল পরশে বন-বনানীর মতো মানুষের মনও সত্ববেদনশীল ও রসসিক্ত হয়ে ওঠে। মনে জেগে ওঠে সুখময় অতীতের নানা স্মৃতি। ভালো লাগা ভালোবাসার আলপনা মনে মনে আঁকতে থাকে। আবার নিঃসঙ্গা নির্জন মানুষের মনে জাগিয়ে তোলে বিরহের সুর।
- উদ্দীপকে বর্ষার দিনের একটি রূপচিত্র অঙ্কন করা হয়েছে। বর্ষার দিনে পল্লিরবধূরা নিবিষ্ট মনে নকশীকাঁথায় ফুল তোলে। বাইরে অঝোর ধারায় চলে বর্ষণ। গৃহবধূরা যেন সূতার টানে টানে মনের স্বপ্ন বুনতে থাকে। এমন দিনে প্রিয়জনের কথা মনে পড়ে যায়। প্রিয়জনের অনুপস্থিতি তখন মনকে বিষণ্ণ করে। বিরহ বেদনা আরো বাড়িয়ে দেয়। কাজেই বৃষ্টির প্রবল বর্ষণের সময় মানুষের মনে কল্পনার ডানা মেলে। মনে এক অনির্বচনীয় অনুভূতি জাগে। উদ্দীপকে যেভাবে বলা হয়েছে ‘মন যেন চায় কারে’। অর্থাৎ প্রিয়জনের বিরহ মনকে আবিষ্ট করে। তাই ‘বেণু-বনে বায়ু নাড়ে, এলোকেশ, মন যেন চায় কারে’ উদ্দীপকের এ বক্তব্য ‘বৃষ্টি’ কবিতায় উল্লিখিত নিঃসঙ্গা নির্জন জীবনের বিরহী চেতনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

১ এর ঘ নং প্র. উ.

- ‘বৃষ্টি’ কবিতায় উল্লিখিত পুরনো দিনের স্মৃতি ও বিরহী হৃদয়ের ভাবটি উদ্দীপকে প্রকাশিত হয়েছে। কবিতার সমগ্র ভাবটি প্রকাশিত হয়নি।
- গ্রীষ্মের কঠিন দাবদাহে প্রকৃতি অনেকটা বিবর্ণ হয়ে পড়ে। বর্ষার বৃষ্টিধারা বিবর্ণ পল্লির প্রকৃতিকে সজীব করে তোলে। টানা বর্ষণে মাঠ-ঘাট, খাল-

বিল, নদী-নালা ভরে যায়। তৃষ্ণাকাতর মাঠ-ঘাট ও বনে দেখা দেয় প্রাণের জোয়ার। বৃষ্টি কবিতায় অঙ্কিত হয়েছে বাংলার সামগ্রিক জীবন ও প্রকৃতি। বহু প্রতীকিত বৃষ্টি আবাদি জমিতে আনে গৌরবের ফসল। এ সময় মেঘ ও বিদ্যুতের চমক যেন আকাশে খেলা করে। মানুষের মনে জাগিয়ে তোলে পুরনো স্মৃতি। মনকে কখনও করে বিষণ্ণ। একাকী জীবনে বাড়ায় বিরহ।

- উদ্দীপকে আমরা লব করি বর্ষণমুখর দিনে গৃহবধূরা তাদের অবসর কাটাতে নকশীকাঁথা সেলাই করে। এই সেলাইয়ের মধ্য দিয়ে যেন তারা স্বপ্নের জাল বুনতে থাকে। বাইরে তুমুল বৃষ্টি পড়ে। আশপাশের সবকিছু মিলে যেন জলাধারে পরিণত হয়। এমন দিনে মনে পড়ে প্রিয়জনের কথা। মন যেন প্রিয়জনের সান্নিধ্য লাভে ব্যাকুল হয়ে উঠে।
- আলোচ্য ‘বৃষ্টি’ কবিতা পর্যালোচনা করলে আমরা পাই, কবিতায় বর্ষণের সৌন্দর্য, এর ব্যাপকতা, বর্ষার কল্যাণকামিতা, মানবমনে বর্ষার প্রভাবসহ যাবতীয় বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু উদ্দীপকে কেবল বর্ষণসিক্ত দিনে মানবমনের অনুভূতির দিকটি আলোচনা করা হয়েছে। কাজেই উদ্দীপকে ‘বৃষ্টি’ কবিতার সমগ্র ভাব প্রকাশিত হয়নি বরং বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়েছে মাত্র।

## গুরুত্বপূর্ণ সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

২ ‘গুরুব গুরুব ডাকে মেঘ ঘনঘটা চারিদিকে আজ

টুপটাপ বৃষ্টি ঝরে অঝোর ধারায়

নিজেকে হারিয়ে খুঁজি কিছু নাহি পাই

খুলেছি হৃদয় বাতায়ন ফেলে সব কাজ। [ঘ.বো. ১৫]

- ক. বর্ষার প্রাণ কী? ১
- খ. বৃষ্টির দিন একাকী জীবনে বিরহ বাড়ায় কেন? ২
- গ. “খুলেছি হৃদয় বাতায়ন ফেলে সব কাজ”- উদ্দীপকের এ বক্তব্যের সাথে ‘বৃষ্টি’ কবিতার মিল কিসে? ব্যাখ্যা দাও। ৩
- ঘ. উদ্দীপকটি ‘বৃষ্টি’ কবিতার মূলভাবের প্রতিনিধিত্ব করছে- মূল্যায়ন করো। ৪

২ নং প্র. উ.

- ক. বর্ষার প্রাণ হলো বৃষ্টি।
- খ. বৃষ্টির দিন মন স্মৃতিকাতর হয়ে পড়ে বলে একাকী জীবনে বিরহ বাড়ে।
- বৃষ্টির দিনে সত্ববেদনশীল মানুষ রসসিক্ত হয়ে পড়ে। অতীতের নানা সুখময় স্মৃতি মনের কোণে ঊঁকি দেয়। একাকী মানুষ তার আনন্দ বা কষ্টের অনুভূতিগুলো সম্পর্কে কথা বলার জন্য কাউকে খুঁজে পায় না। তাই বৃষ্টির দিনে সঞ্জীহীন মানুষের মনে সঞ্জীর জন্য ব্যাকুলতা তৈরি হয়। মন বিরহী হয়ে ওঠে।

গ. বৃষ্টিমুখর দিনে প্রকৃতির পাশাপাশি মানুষের মনও রসসিক্ত হয়ে ওঠে- ‘বৃষ্টি’ কবিতায় বর্ণিত এ দিকটির সাথে প্রশ্নোক্ত বক্তব্যের মিল রয়েছে।

- প্রকৃতিতে বর্ষা আসে প্রাণস্পন্দন নিয়ে। বর্ষায় বৃষ্টিতে সিক্ত হয়ে প্রকৃতি যেমন রসসিক্ত হয়ে ওঠে, মানুষের মনও তাই। মানুষ এমন দিনে উদাসী হয়ে পড়ে। মানুষের মনকে পুরনো স্মৃতিতে আসক্ত করে ফেলে। এই বৃষ্টি মানুষের মনকে সাময়িক মোহাবিষ্ট করে ফেলে। ফলে বৃষ্টির দিন প্রকৃতির পাশাপাশি মানুষের জন্যও বিশেষ বৈশিষ্ট্য বহন করে।

- উদ্দীপকে কবি বৃষ্টির আগমনে মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। এই বৃষ্টি মানুষকে মনে করায় সুখময় অতীত, পুরনো স্মৃতি। ফলে মানুষ মনে মনে ভালোলাগার আলপনা আঁকে। আবার একাকী মানুষের বিরহকাতরতাও বাড়ায় এ বৃষ্টি। ‘বৃষ্টি’ কবিতায় বর্ণিত এই দিকগুলো উদ্দীপকেও প্রতীয়মান হয়। বৃষ্টির পরশে উদ্দীপকের কবি সব কাজ ফেলে হৃদয়ের মণিকোঠার ঝাঁপি খুলে বসেছেন। আর এই উদাসী মানসিকতার দিকটিতেই ‘বৃষ্টি’ কবিতার সাথে প্রশ্নোক্ত বক্তব্যের মিল রয়েছে।

ঘ. উদ্দীপকে বৃষ্টির আগমনে প্রকৃতির সাথে সাথে কবির মনের অনুভূতির পরিবর্তন ‘বৃষ্টি’ কবিতার মূলভাবকে ধারণ করেছে।

- বৃষ্টি হলো বর্ষার প্রাণ। বর্ষায় বৃষ্টির সংস্পর্শে প্রকৃতি নতুন প্রাণস্পন্দনে জেগে ওঠে। এ সময় বর্ষার ফুলে মোহিত হয় প্রকৃতি, রসসিক্ত হয় রবব

মাটি। আর প্রকৃতির এই পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের মনেও আসে পরিবর্তন। মানুষের স্মৃতির মণিকোঠায় ঘুরপাক খায় নানা ঘটনা। বর্ষার আবেশে মানুষ হয়ে পড়ে মোহাচ্ছন্ন।

- উদ্দীপকে বর্ষার আবেশে কবির হৃদয়ে তাবের পরিবর্তন ঘটেছে। কবি বৃষ্টির স্পন্দিত হৃদয়ের বাতায়ন খুলে বসেছেন। বৃষ্টি মানুষকে মোহময় স্মৃতি মনে করায়। সুখময় স্মৃতি, পুরোনো অতীত মানুষকে মনে করিয়ে দেয় বৃষ্টির পরশ। উদ্দীপকের কবি বৃষ্টির পরশে নিজেকে হারিয়ে খুঁজেছেন। আর বৃষ্টির আবেশে মোহময় হওয়ার এই দিকটিই উদ্দীপক কবিতাংশের মূল কথা।
- উদ্দীপকে কবি বৃষ্টিতে নিজেকে হারিয়ে খুঁজে বেড়ান স্মৃতির আউনায়। উদ্দীপকের কবির এই ভাব ‘বৃষ্টি’ কবিতায়ও দৃশ্যমান হয়। সেখানে বৃষ্টি আবেশে মনে পড়ে সুখময় অতীত, পুরনো স্মৃতি প্রভৃতি। কবি বৃষ্টির আগমনে মনের এই পরিবর্তনকে কবিতায় তুলে ধরতে চেয়েছেন। ‘বৃষ্টি’ কবিতার কবির মনের অবস্থা এবং উদ্দীপকের কবির মনের অবস্থা একই। বৃষ্টির আগমন তাদের উভয়ের মনকেই আবিষ্কৃত করেছে। বৃষ্টির আগমনে প্রকৃতি ও মনের অবস্থার পরিবর্তনই ‘বৃষ্টি’ কবিতার মূলকথা। তাই বলা যায়, উদ্দীপকটি ‘বৃষ্টি’ কবিতার মূলভাবের প্রতিনিধিত্ব করছে।

আজি বরষার মুখর বাদর দিনে

জানিনে, জানিনে

কিছুতে কেন যে মন লাগেনা।

- ক. কোন হাওয়ায় বৃষ্টি এলো? ১
- খ. ‘বৃষ্টি’ কবিতায় বৃষ্টিকে বহু প্রতীকিত বলা হয়েছে কেন? ২
- গ. উদ্দীপকে কবিতাংশটি ‘বৃষ্টি’ কবিতার কোন দিকটিকে মনে করিয়ে দেয়? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. বর্ষণমুখর দিনের যে চিত্র ‘বৃষ্টি’ কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে তার সম্পূর্ণতা উদ্দীপক কবিতাংশে নেই—উক্তিটির যথার্থতা বিশ্লেষণ করো। ৪

৩ নং প্র. উ.

- ক. পূবের হাওয়ায় বৃষ্টি এলো।
- খ. বৃষ্টির অভাবে মানবমন ও প্রকৃতি থেকে প্রাণচাঞ্চল্য হারিয়ে যায় বলে ‘বৃষ্টি’ কবিতায় বৃষ্টিকে বহু প্রতীকিত বলা হয়েছে।
- গ্রীষ্মকালের প্রখর তাপে মাঠ-ঘাট, বৃষ সবকিছু প্রাণহীন হয়ে পড়ে। প্রচণ্ড গরমে মানুষের জীবনও ওষ্ঠাগত হয়ে পড়ে। মানুষ তখন ব্যাকুল হয়ে থাকে এক পশলা বৃষ্টির জন্য। বৃষ্টি কবিতার কবি ফররখ আহমদের ভাষায় দগ্ধ প্রকৃতিও যেন উন্মুখ হয়ে থাকে বৃষ্টির শীতলতায় নিজেকে জুড়িয়ে নিতে। এ কারণেই ‘বৃষ্টি’ কবিতায় বৃষ্টিকে বহু প্রতীকিত বলা হয়েছে।
- গ. উদ্দীপকটি ‘বৃষ্টি’ কবিতায় উল্লিখিত বর্ষণমুখর দিনে বিরহী হৃদয়ের অনুভূতিকে বোঝানো হয়েছে।
- বৃষ্টি প্রকৃতিতে নিয়ে আসে এক অন্য রকম প্রাণের স্পন্দন। বৃষ্টির সময় আকাশের সর্বত্র মেঘের খেলা দেখা যায়। বিভিন্ন ফলের সৌরভ ছড়িয়ে পড়ে চারিদিক। বৃষ্টিতে প্রাণ জুড়ায় রবর মাটি। সন্তবেদনশীল মানুষও বৃষ্টির দিনে রসসিক্ত হয়ে ওঠে। মনে পড়ে পুরনো স্মৃতি, মনে মনে আঁকে

ভালোবাসার আলপনা। বৃষ্টি কখনও মনকে বিষণ্ণ করে। একাকী জীবনে বিরহের যাতনাকে বাড়িয়ে তোলে।

- আলোচ্য উদ্দীপকে বর্ষণমুখর দিনের কথা বলা হয়েছে। যখন মন উতলা হয়ে ওঠে। কোনো কাজেই যেন মন বসে না। কিছুই যেন ভাল লাগে না। এখানে একাকী বিরহী জীবনের কথাই বোঝানো হয়েছে। উদ্দীপকে বৃষ্টি কবিতায় উল্লিখিত বর্ষণমুখর দিনের বিরহী চেতনাকে বোঝানো হয়েছে। যখন বৃষ্টির প্রভাবে মানুষের মন অনেকটা বিষণ্ণ হয়ে ওঠে। প্রিয়জনের সন্তুষ্টির জন্য মন ব্যাকুল হয়। একাকী জীবনের এই মনোবেদনার কথাই প্রকাশিত হয়েছে।
- ঘ. ‘বৃষ্টি’ কবিতায় বর্ষণমুখর দিনের একটি সার্বিক চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। উদ্দীপক কবিতাংশে কেবল একটি দিক—একাকী জীবনের বিরহ প্রকাশ পেয়েছে।
- ‘বৃষ্টি’ কবিতায় ফররখ আহমদের বর্ষণমুখর দিনের গভীর অভিব্যক্তির প্রকাশ ঘটেছে। বর্ষার দিনেই সাধারণত প্রবল বৃষ্টিপাতে খালবিল নদীনালা টাইটমুর হয়ে ওঠে। আকাশের সর্বত্র মেঘ ভেসে বেড়ায়। বর্ষাঋতুতে ফোটে নানা ফুল। বৃষ্টিতে সিঁধ হয়ে ওঠে রবর মাটি। রসসিক্ত হয়ে ওঠে মানুষের মন। তখন মনে পড়ে অতীত দিনের স্মৃতি। আর ভালোবাসার আলপনা আঁকে মনে মনে। একাকী মানুষের মন বৃষ্টিতে আরো বিষণ্ণ হয়ে ওঠে। বিরহ বেদনা আরো বাড়িয়ে তোলে।
- উদ্দীপকে বর্ষণমুখর দিনে একাকী মানুষের মনে কীরূপ অনুভূতির সৃষ্টি করে তা—ই বোঝানো হয়েছে। এমন দিনে মন যেন শুধুই আনচান করে। কোনো কিছুতেই যেন মন ভরে না। কোনো কিছুই করতে ইচ্ছে করে না। বিরহী হৃদয়ের ব্যাকুলতাই যেন শুধু সত্য হয়ে ওঠে।
- আলোচ্য ‘বৃষ্টি’ কবিতায় আমরা দেখি বৃষ্টির ফলে প্রকৃতিতে আসে বিপুল পরিবর্তন। প্রকৃতিতে অনেক পরিচ্ছন্ন অনেক সুন্দর মনে হয়। বৃষ্টি যেন আকস্মিক এসে ধুয়ে মুছে দিয়ে যায়। মাঠে ঘাটে সব বেত্রে জেগে ওঠে প্রাণের স্পন্দন। রবরতা দূর হয়ে সবকিছুই যেন রসসিক্ত হয়ে ওঠে। মানব মনেও বৃষ্টির প্রভাবে অনেক বেশি বিরহ বেদনা জেগে ওঠে কারো কারো মনে। উদ্দীপকে বৃষ্টি দিনের এই বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে শুধু বিরহী হৃদয়ের ব্যাকুলতাকে তুলে ধরা হয়েছে। তাই বলা হয়েছে, বর্ষণমুখর দিনের যে চিত্র বৃষ্টি কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে তার সম্পূর্ণতা উদ্দীপক কবিতাংশে নেই। আংশিক চিত্র উল্লেখ হয়েছে মাত্র।

৪ আজি, বরষণ মুখরিত শ্রাবণরাত

স্মৃতিবেদনার মালা একেলা গাঁথি।

আজি, কোন ভুলে ভুলি আঁধার ঘরেতে রাখি দুয়ার খুলি

মনে হয় বুঝি আসিছে সে মোর দুখরজনীর সাথী।

- ক. পরাবন হলে কিসের গৌরবে ফসল ভালো হয়? ১
- খ. পাড়ি দিয়ে যেতে চায় বহু পথ, প্রান্তর বন্ধুর—পঙ্কতিটি বুঝিয়ে লেখো। ২
- গ. উদ্দীপকে ‘বৃষ্টি’ কবিতার কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? ৩
- ঘ. ‘উদ্দীপকটি ‘বৃষ্টি’ কবিতার খণ্ডাংশ মাত্র’—উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ করো। ৪

৪ নং প্র. উ.

- ক. পরাবন হলে পলিমাটির গৌরবে ফসল ভালো হয়।

খ. বৃষ্টির দিনে মন স্মৃতিকাতর হয়ে পড়ে এ বিষয়টি বোঝানো হয়েছে আলোচ্য চরণটিতে।

• বর্ষণমুখর দিনে অনুভূতিপ্রবণ মানুষের মন রসসিক্ত হয়। স্মৃতির জানালা খুলে মানুষ চলে যায় বহুদূর। মনে পড়ে যায় সুখময় অতীত, পুরোনো স্মৃতি। সেই ভালোলাগা দিয়ে মানুষ আপন মনে আলপনা এঁকে চলে।

গ. উদ্দীপকে বৃষ্টি কবিতায় উল্লিখিত বর্ষণমুখর দিনের বিরহ-কাতরতা প্রকাশিত হয়েছে।

• বর্ষণমুখর দিনে মানবমনে নানা অনুভূতির সৃষ্টি হয়। বৃষ্টির দিনে সংবেদনশীল মানুষ রসসিক্ত হয়ে ওঠে। সে তখন সুখময় অতীত, পুরোনো স্মৃতি আর ভালোলাগার ছবি আঁকে মনে মনে। বৃষ্টির দিনে কারো কারো মন বিষণ্ণ হয়ে পড়ে। একাকী জীবনে বৃষ্টি বিরহকাতরতা জাগিয়ে তোলে।

• উদ্দীপকে বর্ষণমুখরিত শ্রাবণরাত্রে একজন বিরহকাতর মানুষের কথা বলা হয়েছে। স্মৃতি-বেদনার মালা গাঁথছে। আর ভাবনাকাতর উদাসী মন দুয়ার খুলে রেখেছে মনের ভূলে। প্রিয়জনের আগমন প্রতীকায় সে সময় গুনছে। যে হবে তার এই দুঃখরজনীর সাথি। ‘বৃষ্টি’ কবিতায়ও আমরা দেখি উদ্দীপকের মতোই নিঃসঙ্গা নির্জন জীবনে বর্ষার মেঘ মনে বিষণ্ণতা জাগায়।

ঘ. ‘বৃষ্টি’ কবিতায় উল্লিখিত বিষয়ের মধ্যে কেবল একটি দিক বর্ষণমুখর দিনের বিরহকাতরতা উদ্দীপকে প্রকাশিত হয়েছে। তাই উদ্দীপকটি ‘বৃষ্টি’ কবিতার খন্ডাংশ মাত্র।

• ‘বৃষ্টি’ কবিতায় কবি ফররখ আহমদ বর্ষা কীভাবে প্রকৃতিতে প্রাণের স্পন্দন নিয়ে আসে তা চমৎকারভাবে উপস্থাপন করেছেন। বর্ষার প্রাণ হচ্ছে বৃষ্টি। বৃষ্টির আগমনে আকাশের সর্বত্র মেঘের খেলা দেখা যায়। বৃষ্টিতে রৌদ্রদগ্ধ ধানখেতে আনে প্রাণের জোয়ার। ফুল ফুটে সর্বত্র মোহিত হয়। বৃষ্টিতে প্রাণ জুড়ায় রবর মাটি। বৃষ্টির ফলে কারো কারো মন রসসিক্ত হয়ে ওঠে। আবার একাকী জীবনে বাড়িয়ে তোলে বিরহকাতরতা।

• উদ্দীপকে উল্লিখিত হয়েছে বর্ষণমুখর শ্রাবণ রাতের কথা। এ সময় অতীত স্মৃতিগুলো একাকী জীবনে বেদনা হয়ে ধরা দেয়। কবি তাই আনমনা হয়ে পড়েন। অশ্রুকার ঘরের দুয়ার খুলে রেখে ভাবেন এই বুঝি তাঁর প্রিয় মানুষটি চলে এলো। যে হবে তার দুঃখী হৃদয়ের একান্ত সাথি।

• ‘বৃষ্টি’ কবিতায় বর্ষার রূ পটচিত্র, রৌদ্রদগ্ধ ধানখেত, নদী, পাখি, ফুল, আকাশে মেঘের খেলা ইত্যাদির বর্ণনা রয়েছে। বৃষ্টি কীভাবে প্রকৃতিতে স্নিগ্ধতা ও কোমলতা ফিরিয়ে আনে সে কথা বলা হয়েছে। পাশাপাশি মানবমনের বিরহ ও স্মৃতিকাতরতা প্রকাশ পেয়েছে। অন্যদিকে উদ্দীপকে শুধুই বিরহ ও প্রিয় মিলনের আকাঙ্ক্ষাই ব্যক্ত হয়েছে। কাজেই এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, উদ্দীপকটি বৃষ্টি কবিতার সমগ্র ভাবের ধারক নয়, খন্ডাংশ মাত্র।

❏ বৃষ্টির ধারা নদীনালা, খালবিল পূর্ণ করে। অতিবৃষ্টিতে তারই উপচে পড়া পানিতে যে বন্যা দেখা দেয়, তা ঘরবাড়ি, মানুষ ও পশুর সর্বনাশ ঘটায়। অতি বৃষ্টির পরাবণে বর্ষা মানবজীবনে অভিশাপ নিয়ে আসে।

ক. ত্র্যাতপ্ত শব্দের অর্থ কী? ১

খ. রবর মাঠকে রবগুণ বৃষ্টি ভিখারির রগ-ওঠা হাতের মতো বলা হয়েছে কেন? ২

গ. উদ্দীপকটিতে ‘বৃষ্টি’ কবিতার কোন দিকটির সাথে বৈসাদৃশ্য লব করা যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপক ও বৃষ্টি কবিতার মূল চেতনা সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন-তোমার মতামত দাও। ৪

৫ নং প্র. উ.

ক. ত্র্যাতপ্ত শব্দের অর্থ পিপাসায় কাতর।

খ. রবর মাঠ অসমান বলেই একে রবগুণ বৃষ্টি ভিখারির রগ-ওঠা হাতের সাথে তুলনা করা হয়েছে।

• বর্ষণহীন দিনে মাঠ-ঘাট শুকিয়ে নিষ্প্রাণ রবরমূর্তি ধারণ করে। তাকে দেখতে তখন একজন বৃষ্টি রবগুণ ভিখারির মতোই লাগে। বৃষ্টি, রবগুণ একজন মানুষের হাতের রগগুলো স্পষ্ট হয়ে ভেসে ওঠে। জলের অভাবে রবর মাঠও তেমনি অসমতল বলে ‘বৃষ্টি’ কবিতার কবি আলোচ্য তুলনাটি ব্যবহার করেছেন।

গ. ‘বৃষ্টি’ কবিতায় বর্ণিত বৃষ্টি আশীর্বাদ হিসেবে এলেও উদ্দীপকের বর্ণনায় বৃষ্টি এসেছে অভিশাপ হিসেবে।

• ‘বৃষ্টি’ কবিতায় কবি ফররখ আহমদ বলেছেন, বৃষ্টি আসে প্রকৃতির প্রাণ ফিরিয়ে দিতে। রবর প্রকৃতি বৃষ্টিতে ভিজে সিক্ত হয়। রৌদ্রদগ্ধ ধানখেতে আসে সজীবতা। প্রকৃতি যেন ফুলে ফলে সুশোভিত হয়ে নতুন রূপে সজ্জিত হয়। বর্ষার প্রভাবে বন্যা নদীর ফাটলে আনে পূর্ণ প্রাণের জোয়ার। তাই বৃষ্টি হয় বহু প্রতীকিত।

• উদ্দীপকে বলা হয়েছে, অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের বিড়ম্বনার কথা। অতিবৃষ্টির ফলে দেখা দেয় বন্যা। বন্যাপরাবিত হলে মানুষের ও পশুপাখির জীবনে আসে সীমাহীন দুর্ভোগ। ঘরবাড়ি ও ফসল বিনষ্ট হয়। বৃষ্টি তখন মানুষের জীবনে অভিশাপ হয়ে নিয়ে আসে। অন্যদিকে ‘বৃষ্টি’ কবিতায় বর্ণিত হয়েছে বৃষ্টির কল্যাণকামী দিক।

ঘ. ‘বৃষ্টি’ কবিতায় প্রকৃতি ও মানবমনের ওপর বৃষ্টির ইতিবাচক প্রভাবের কথা বলা হলেও উদ্দীপকে রয়েছে ঠিক তার বিপরীত চিত্র। তাই আলোচ্য মন্তব্যটি যথার্থ।

• ‘বৃষ্টি’ কবিতায় কবি বৃষ্টির ফলে প্রকৃতিতে যে শান্ত ও স্নিগ্ধ রূপ ফুটে ওঠে সে বিষয়টি তুলে ধরেছেন। শুষ্ক প্রকৃতিতে বৃষ্টি হয়ে ওঠে বহু প্রতীকিত ও আকাঙ্ক্ষিত। রৌদ্রদগ্ধ ধানখেত, কাঠফাটা রৌদ্রে চৌচির হাওয়া মাঠঘাট বৃষ্টিতে সিক্ত হয়। বৃষ্টি প্রকৃতিতে আনে পূর্ণ প্রাণের জোয়ার। মানবমনকেও বৃষ্টি উদাস করে তোলে। অজানা এক ভালোলাগার দোলায় মন দুলতে থাকে।

• উদ্দীপকে বলা হয়েছে, বৃষ্টির ধারা নদী-নালা খালবিল পূর্ণ করে। অতিবৃষ্টিতে নদী ও খালবিলের উপচে পড়া পানিতে বন্যা দেখা দেয়। বন্যা মানুষের ঘরবাড়ি ও ফসলের জমিকে পরাবিত করে। ফলে মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়। তাই অতিবৃষ্টির কারণে বর্ষা মানুষের জীবনে অভিশাপ হয়ে নিয়ে আসে। যার প্রভাব মানুষের মনেও পড়ে।

• ‘বৃষ্টি’ কবিতায় আমরা লব করি বৃষ্টি মানুষের জীবনে নিয়ে আসে প্রাণের ছোঁয়া, মনে জাগায় রোমাঞ্চ। প্রকৃতিতে নিয়ে আসে সজীবতা ও স্নিগ্ধতা। তাই বৃষ্টি আসে আশীর্বাদ হয়ে। আর উদ্দীপকের বৃষ্টি এসেছে অভিশাপ হয়ে। কারণ অতিবৃষ্টির প্রভাবে সৃষ্ট বন্যা ধারণ করে রবরমূর্তি। এই বন্যা জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে। প্রকৃতিকে এটি দূষিত করে। মানুষেরা হারায় তাদের সহায় সম্বল। জমির ফসল ভেসে গিয়ে অর্থনৈতিক সংকট তৈরি হয়। ফলে মানসিকভাবে অনেকেই ভেঙে পড়ে। পশুদের জীবনও

সংকটাপন্ন হয়ে পড়ে। আলোচ্য কবিতার মূলভাব হলো বর্ষণমুখরতার সৌন্দর্য তুলে ধরা। অন্যদিকে উদ্দীপকের মূলভাব হলো এর বিরূপ

প্রতিক্রিয়া উপস্থাপন, যা কবিতার মূলভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত।

### জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

১. 'বৃষ্টি' কবিতার কবির নাম কী?  
উত্তর : 'বৃষ্টি' কবিতার কবির নাম ফররখ আহমদ।
২. ফররখ আহমদের কাব্যসৃষ্টির প্রেরণা কী ছিল?  
উত্তর : ফররখ আহমদের কাব্যসৃষ্টির প্রেরণা ছিল ইসলামি আদর্শ ও ঐতিহ্য।
৩. 'বৃষ্টি' কবিতায় কোনটিকে বহু প্রতীকিত বলা হয়েছে?  
উত্তর : 'বৃষ্টি' কবিতায় বৃষ্টিকে বহু প্রতীকিত বলা হয়েছে।
৪. বিদগ্ধ আকাশ, মাঠ কিসে ঢেকে গেল?  
উত্তর : বিদগ্ধ আকাশ, মাঠ কাজল ছায়ায় ঢেকে গেল।
৫. কে মেঘে মেঘে সওয়ার হয়েছে?  
উত্তর : বিদ্যুৎ-রূপী পল্লী পরি মেঘে মেঘে সওয়ার হয়েছে।
৬. বর্ষণমুখর দিনে কে শিহরায়?  
উত্তর : বর্ষণমুখর দিনে অরণ্যের কেয়া শিহরায়।
৭. বন্যা কোথায় পূর্ণ প্রাণের জোয়ার আনে?  
উত্তর : বন্যা নদীর ফাটলে পূর্ণ প্রাণের জোয়ার আনে।
৮. 'বৃষ্টি' কবিতায় রবব, অসমান মাঠকে রবগুণ ভিখারির কিসের সাথে তুলনা করা হয়েছে?  
উত্তর : 'বৃষ্টি' কবিতায় রবব, অসমান মাঠকে রবগুণ ভিখারির রগ-ওঠা হাতের সাথে তুলনা করা হয়েছে।
৯. তৃষিত বনের সাথে কী জেগে ওঠে?  
উত্তর : তৃষিত বনের সাথে তৃষাতপ্ত মন জেগে ওঠে।
১০. কোন ধারণা অনুযায়ী 'বৃষ্টি' কবিতায় বিদ্যুৎ চমকানোকে সুন্দরী পরির সাথে তুলনা করা হয়েছে?  
উত্তর : লোকজ ধারণা অনুযায়ী 'বৃষ্টি' কবিতায় বিদ্যুৎ চমকানোকে সুন্দরী পরির সাথে তুলনা করা হয়েছে।

### অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

১. 'বিদগ্ধ আকাশ, মাঠ ঢেকে গেল কাজল ছায়ায়।' চরণটি বুঝিয়ে লেখো।  
উত্তর : আলোচ্য চরণটিতে বৃষ্টি হওয়ার পূর্বমুহূর্তের চিত্র প্রকাশিত হয়েছে।
২. বৃষ্টি হওয়ার পূর্বমুহূর্তে সারা আকাশ কালো মেঘে ঢেকে যায়। সূর্যও ঢাকা পড়ে ঘন মেঘের আস্তরণে। প্রকৃতির বুকেও তাই যেন কালো রঙের এক চাদর নেমে আসে। 'বৃষ্টি' কবিতায় কবি এই কালো ছায়ায় কাজলের সৌন্দর্যের সাথে তুলনা করেছেন। বৃষ্টির আগমনী বার্তা বহন করে আনা মুহূর্তের এমন চমৎকার বর্ণনা তুলে ধরা হয়েছে চরণটির মাধ্যমে।
৩. 'বিদ্যুৎ-রূপী পল্লী পরি মেঘে মেঘে হয়েছে সওয়ার-কথাটির মাধ্যমে কী বোঝানো হয়েছে?  
উত্তর : কথাটির মাধ্যমে বর্ষণমুখর দিনে বিদ্যুতের ঝলকানির সৌন্দর্য তুলে ধরা হয়েছে।
৪. বৃষ্টির দিনে আকাশে ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকায়। ফলে দিগন্তজুড়ে তৈরি হয় অসাধারণ শোভা। লোকজ ধারণা অনুযায়ী বৃষ্টির সময় সুন্দরী কোনো পরি মেঘে মেঘে ঘুরে বেড়ায় বলেই এই ঘটনা তৈরি হয়। এই বিষয়টিকেই 'বৃষ্টি' কবিতায় কবি তার কল্পনার তুলি দিয়ে রাঙিয়ে উপস্থাপন করেছেন।
৫. 'সেখানে বর্ষার মেঘ জাগে আজ বিষণ্ণ মেদুর'- কথাটি ব্যাখ্যা করো।  
উত্তর : বৃষ্টির দিনে প্রকৃতিতে একই সাথে যে বিষণ্ণতা ও সজীবতার উপস্থিতি লব করা যায় সে বিষয়টি বলা হয়েছে চরণটিতে।
৬. বর্ষণহীন দিনে প্রকৃতিতে বিরাজ করে প্রাণশূন্যতা। বৃষ্টির ছোঁয়ায় প্রকৃতি থেকে রববতা দূর হয়ে যায়। প্রকৃতি স্নিগ্ধ কোমল হয়ে যায়। চারদিকে প্রাণের উচ্ছ্বাস লব করা যায়। সেই সাথে মেঘে ঢাকা আকাশের কারণে প্রকৃতিকে বিরহকাতর, বিষণ্ণ বলে মনে হয়।

### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

- সাধারণ বহুনির্বাচনি
১. 'বৃষ্টি' কবিতাটির রচয়িতা কে? ☒ খ  
ক আল মাহমুদ      গ ফররখ আহমদ  
গ জসীমউদ্দীন      ঘ আহসান হাবীব
২. ফররখ আহমদ কত সালে জন্মগ্রহণ করেন? ☒ গ  
ক ১৯০৯ সালে      গ ১৯১৫ সালে  
গ ১৯১৮ সালে      ঘ ১৯১৯ সালে
৩. ফররখ আহমদের জন্মতারিখ কোনটি? ☒ ঘ  
ক ১লা জানুয়ারি ১৯১০      গ ১১ই জুলাই ১৯১৩  
গ ২৬শে অক্টোবর ১৯১৪      ঘ ১০ই জুন ১৯১৮
৪. ফররখ আহমদ কোন জেলায় জন্মগ্রহণ করেন? ☒ গ  
ক পাবনা      গ সাতবীরা  
গ মাগুরা      ঘ কুমিল্লা
৫. ফররখ আহমদের গ্রামের নাম কী? ☒ ক  
ক মাঝাইল      গ নিমতা
৬. ফররখ আহমদের পিতার নাম কী? ☒ খ  
ক আহমদ শেখ      গ সৈয়দ হাতেম আলী  
গ মোয়াজ্জেম হোসেন      ঘ গোলাম মোস্তফা
৭. ফররখ আহমদ কোন কলেজ থেকে আইএ পাস করেন? ☒ গ  
ক স্কটিশ চার্চ কলেজ      গ প্রেসিডেন্সি কলেজ  
গ রিপন কলেজ      ঘ কলকাতা কলেজ
৮. ফররখ আহমদ কোথায় দর্শন ও ইংরেজির ছাত্র ছিলেন? ☒ খ  
ক রিপন কলেজ      গ স্কটিশ চার্চ কলেজ  
গ সংস্কৃত কলেজ      ঘ প্রেসিডেন্সি কলেজ
৯. ফররখ আহমদ অনার্স পরীবা না দিয়ে কোনটি করেন? ☒ ঘ  
ক যুদ্ধে যোগ দেন      গ গৃহত্যাগ করেন  
গ মাস্টার্সের পড়াশোনা শুরব করেন  
ঘ কর্মজীবনে প্রবেশ করেন

১০. ১৯৪৭-১৯৭২ সাল পর্যন্ত ফররবখ আহমদ কোথায় কর্মরত ছিলেন?

- ক) বাংলাদেশ টেলিভিশনে      খ) ঢাকা বেতারে  
গ) শিল্পকলা একাডেমিতে      ঘ) জাতীয় জাদুঘরে

১১. ১৯৪৭-১৯৭২ সাল পর্যন্ত ফররবখ আহমদ বাংলাদেশ বেতারে কোন পদে কর্মরত ছিলেন?

- ক) মহাপরিচালক      খ) অনুষ্ঠান সম্পাদক  
গ) স্টাফ রাইটার      ঘ) সিনিয়র অপারেটর

১২. ফররবখ আহমদের কাব্যসৃষ্টির প্রেরণা কোনটি?

- ক) প্রকৃতির রহস্যময়তা      খ) বাঙালির সংস্কৃত  
গ) ইসলামি ভাবধারা      ঘ) পশ্চিমা জীবনযাত্রা

১৩. কোনটি ফররবখ আহমদ রচিত গ্রন্থ?

- ক) সিরাজাম মুনীরার      খ) মহাপৃথিবী  
গ) মাটির কান্না      ঘ) আপন মনের পাঠশালাতে

১৪. কোনটি ফররবখ আহমদ রচিত গ্রন্থ?

- ক) পঞ্চগণ সহস্র বর্ষ      খ) মুহূর্তের কবিতা  
গ) আনন্দের মৃত্যু      ঘ) তীর্থরেণু

১৫. 'বৃষ্টি' কবিতায় বহু প্রতীবা কিসের জন্য?

- ক) বৃষ্টির জন্য      খ) পুর্বের হাওয়ার জন্য  
গ) বজ্রপাতের জন্য      ঘ) রোদের জন্য

১৬. 'বৃষ্টি' কবিতায় কোন নদীটির কথা বলা হয়েছে?

- ক) যমুনা      খ) কুশিয়ারা  
গ) মেঘনা      ঘ) শীতলব্যা

১৭. 'বৃষ্টি' কবিতায় পদ্মা, মেঘনার দুপাশে কিসের কথা বলা হয়েছে?

- ক) আবাদি গ্রামের কথা      খ) কাশফুলের কথা  
গ) বিস্তীর্ণ চরের কথা      ঘ) ধানখেতের কথা

১৮. বৃষ্টি আসার আগে আকাশের কী অবস্থা ছিল?

- ক) বিষণ্ণ      খ) বিদগ্ধ  
গ) বিরক্ত      ঘ) বিশুদ্ধ

১৯. 'বৃষ্টি' কবিতায় আকাশ, মাঠ কিসে ঢেকে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে?

- ক) সবুজ মায়ায়      খ) রংধনুর রঙে  
গ) কাজল ছায়ায়      ঘ) রৌদ্রের কিরণে

২০. বিদ্যুৎ-রু পসী পরি কিসে সওয়ার হয়েছে?

- ক) পুর্বের হাওয়ায়      খ) কাজল ছায়ায়  
গ) ঢেউয়ে ঢেউয়ে      ঘ) মেঘে মেঘে

২১. রানু বারান্দায় বসে আকাশে বিদ্যুতের খেলা দেখছে। এ অবস্থায় নিচের কোন চরণে প্রকাশিত হয়েছে?

- ক) বৃষ্টি এলো..... বহু প্রতীবিত বৃষ্টি  
খ) বর্ষাণমুখর দিনে অরণ্যের কেয়া শিহরায়  
গ) বিদ্যুৎ-রু পসী পরি মেঘে মেঘে হয়েছে সওয়ার  
ঘ) রবগুণ বৃন্দা ভিখারির রগ-ওঠা হাতের মতন

২২. বর্ষাণমুখর দিনে কার শিহরণ জাগে?

- ক) বৃন্দা ভিখারির      খ) অরণ্যের কেয়ার

২৩. কার অপর্নু প আভা দেখে অরণ্যের কেয়া শিহরিত হয়?

- ক) বিদগ্ধ আকাশের      খ) রবর মাঠের  
গ) বিদ্যুৎ-রু পসী পরি      ঘ) রবগুণ বৃন্দা ভিখারির

২৪. 'বৃষ্টি' কবিতায় বর্ণিত ধানখেতের অবস্থা কী?

- ক) সবুজ-সজীব      খ) রৌদ্রে দগ্ধ  
গ) জলে ভরভর      ঘ) সোনালি ধানে পূর্ণ

২৫. রৌদ্রদগ্ধ ধানখেত কার স্পর্শ পেতে চায়?

- ক) বৃষ্টির      খ) বিদ্যুৎ-রু পসী পরি  
গ) বৃন্দা ভিখারির      ঘ) অরণ্যের কেয়ার

২৬. নদীর ফটলে প্রাণের জোয়ার আনে কোনটি?

- ক) পরি      খ) বন্যা  
গ) পুর্বের হাওয়া      ঘ) তৃষিত বন

২৭. 'বৃষ্টি' কবিতায় রবগুণ বৃন্দা ভিখারির রগ-ওঠা হাতের সাথে কোনটিকে তুলনা করা হয়েছে?

- ক) নদীর ঢেউকে      খ) রবর মাঠকে  
গ) ধানখেতকে      ঘ) তৃষিত বনকে

২৮. রবর মাঠ কী শোনে?

- ক) বিদ্যুতের গর্জন      খ) অরণ্যের কেয়ার গান  
গ) তৃষিত বনের কান্না      ঘ) বর্ষণের সুর

২৯. 'বৃষ্টি' কবিতায় রবগুণ বৃন্দা ভিখারির হাতে কোনটি সহজেই দৃশ্যমান?

- ক) বৃষ্টির ফোঁটা      খ) রগ  
গ) রক্ত      ঘ) ভিবার উপার্জন

৩০. বৃষ্টি কবিতায় কোনটিকে তৃষিত বলা হয়েছে?

- ক) নদীকে      খ) কেয়াকে  
গ) ধানখেতকে      ঘ) বনকে

৩১. তৃষিত বনের সাথে কী জেগে ওঠে?

- ক) তৃষাতপ্তমন      খ) বিদগ্ধ আকাশ  
গ) রবর মাঠ      ঘ) পুর্বের হাওয়া

৩২. 'বৃষ্টি' কবিতায় বন ও মনের মাঝে মিল কিসে?

- ক) বৃষ্টির প্রতীবায়      খ) উদারতায়  
গ) বিষণ্ণতা অনুভবে      ঘ) উদাসীনতায়

৩৩. বৃষ্টির দিনে কোনটি বহু পথ পাড়ি দিতে চায়?

- ক) বিদ্যুৎ-রু পসী পরি      খ) তৃষাতপ্ত মন  
গ) অরণ্যের কেয়া      ঘ) পুর্বের হাওয়া

৩৪. 'পাড়ি দিতে চায় বহু পথ, প্রান্তর বন্দুর'- চরণটিতে কিসের প্রকাশ ঘটেছে?

- ক) প্রকৃতিপ্রেমের      খ) স্বদেশপ্রেমের  
গ) ভ্রমণপ্রিয়তার      ঘ) স্মৃতিকাতরতার

৩৫. কোনটি নিঃসঙ্গা নির্জন অবস্থায় পড়ে থাকে?

- ক) অরণ্যের কেয়া      খ) বিস্মৃতি দিন  
গ) রৌদ্রদগ্ধ ধানখেত      ঘ) তৃষাতপ্ত মন

৩৬. পূর্ণ প্রাণের জোয়ার নিয়ে বন্যা কোথায় হাজির হয়?

- ক) বৃন্দা ভিখারির      খ) অরণ্যের কেয়ার

৩৭. দিক-দিগন্তের পথে অপর প সৌন্দর্য সৃষ্টি করে কোনটি? গ
- ক সাগরের মোহনায় খ নদীর ফটলে  
গ আবাদি গ্রামে ঘ রবর মাঠে
৩৮. কেমন ধারণা অনুযায়ী বিদ্যুৎ চমকানোর ঘটনাকে বিদ্যুৎ-রু পসী পরির সাথে তুলনা করা হয়েছে? গ
- ক বৈজ্ঞানিক ধারণা খ আধুনিক ধারণা  
গ লোকজধারণা ঘ আধ্যাত্মিক ধারণা
৩৯. 'সওয়ার' শব্দের অর্থ কী? খ
- ক সুন্দরী খ আরোহী  
গ পুণ্য ঘ চলাচল
৪০. তৃষ্ণাকাতর মাঠ-ঘাট কিসের প্রতীক? ঘ
- ক বর্ষার খ শীতের  
গ বসন্তের ঘ গ্রীষ্মের
৪১. 'বৃষ্টি' কবিতায় সর্বশেষ চরণে কী প্রকাশ পেয়েছে? গ
- ক প্রকৃতির রবরতা খ প্রকৃতির উন্মত্ততা  
গ প্রকৃতির কোমলতা ঘ প্রকৃতির রহস্যময়তা
৪২. 'তৃষাতপ্ত' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? খ
- ক বৃষ্টিস্নাত খ পিপাসায় কাতর  
গ প্রচণ্ড নিঃসজ্জা ঘ রৌদ্রে দগ্ধ
৪৩. 'বৃষ্টি' কবিতায় হাওয়া আসে কোন দিক থেকে? ক
- ক পূর্ব খ পশ্চিম  
গ উত্তর ঘ দিগ
৪৪. প্রকৃতিতে বর্ষা কী নিয়ে আসে? গ
- ক রবরতা খ তৃষ্ণা  
গ প্রাণস্ফূর্তি ঘ অভিশাপ
৪৫. কোনটি বর্ষার প্রাণ? গ
- ক বাতাস খ বিজলী  
গ বৃষ্টি ঘ মেঘ
৪৬. নদীর দুধারে পরাবন কিসের গৌরব বয়ে আনে? ক
- ক পলিমাটির খ বর্ষণের  
গ রিক্ততার ঘ নির্জনতার
৪৭. নদীর পরাবনে কোনটি থাকে বলে ফসল ভালো হয়? খ
- ক সার খ পলিমাটি  
গ পানি ঘ কীটনাশক
৪৮. বৃষ্টির সময় সর্বত্র মোহিত করে কোনটি? গ
- ক কালো মেঘ খ পুবালি হাওয়া  
গ বর্ষার ফুল ঘ বিজলির ঝলকানি
৪৯. বৃষ্টির দিনে পুরোনো স্মৃতি মনে পড়ে যায়— এমন অভিব্যক্তির বহিঃপ্রকাশ রয়েছে কোন চরণে? গ
- ক রৌদ্রদগ্ধ ধানখেত আজ তার স্পর্শ পেতে চায়  
খ রবর মাঠ আসমান শোনে সেই বর্ষণের সুর  
গ যেখানে বিস্মৃত দিন পড়ে আছে নিঃসজ্জা নির্জন

৫০. 'বৃষ্টি' কবিতায় বৃষ্টিকে বলা হয়েছে—
- i. অনেক আকাঙ্ক্ষিত  
ii. বর্ষার প্রাণ  
iii. নিঃসজ্জা নির্জন
- নিচের কোনটি সঠিক? ক
- ক i ও ii খ i ও iii  
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
৫১. বৃষ্টির জন্য উন্মত্ত হয়ে আছে—
- i. তৃষাতপ্ত মন  
ii. রৌদ্রদগ্ধ ধানখেত  
iii. তৃষিত বন
- নিচের কোনটি সঠিক? ঘ
- ক i ও ii খ i ও iii  
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
৫২. রবরণ বৃষ ভিখারির রগ-ওঠা হাতের সাথে মাঠের তুলনা করা হয়েছে—
- i. রবর বলে  
ii. অসমান বলে  
iii. অনুর্বর বলে
- নিচের কোনটি সঠিক? ক
- ক i ও ii খ i ও iii  
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
৫৩. 'বৃষ্টি' কবিতায় বর্ণিত হয়েছে বৃষ্টির সাথে—
- i. প্রকৃতির সম্পর্ক  
ii. বৃষ্টির সাথে অর্থনীতির সম্পর্ক  
iii. বৃষ্টির সাথে মানবমনের সম্পর্ক
- নিচের কোনটি সঠিক? খ
- ক i ও ii খ i ও iii  
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
৫৪. বৃষ্টির ছোঁয়ায় প্রকৃতি হয়ে যায়—
- i. রবর  
ii. স্নিগ্ধকোমল  
iii. প্রাণোচ্ছ্বাসে ভরপুর
- নিচের কোনটি সঠিক? গ
- ক i ও ii খ i ও iii  
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
৫৫. 'বৃষ্টি' কবিতায় বিদ্যুৎ-রু পসী পরি বলতে তুলে ধরা হয়েছে—
- i. একটি লোকজ ধারণাকে  
ii. বিদ্যুৎ চমকানোর ঘটনাকে  
iii. একটি বৈজ্ঞানিক সত্যকে
- নিচের কোনটি সঠিক? ক
- ক i ও ii খ i ও iii  
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
৫৬. বিদ্যুৎ-রু পসী পরি—





বৃত্তি